"ক্ষুদ্র"

একজন বিজ্ঞ ইংরাজ বলিয়াছেন--"জলের মধ্যে একটী বৃত্ত যেমন ক্রমে প্রসারিত হইতে হইতে অবশেষে একেবারে মিলাইয়া যায়, মানুষের যশঃও তেমনি ব্যাপ্ত হইতে হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।"

এ যুগে জগতের সর্ব্বত্র বিশ্বপ্রেমের এক প্রবল বন্যা ছুটিয়াছে মানুষের মনের প্রসার নাকি অনন্ত বিস্তৃত। সে ইচ্ছা করিলেই গোটা বিশ্বটাকে আপনার করিয়া লইতে পারে, স্বদেশ মনে করিয়া ভালবাসিতে পারে। এই "বিশ্বপ্রেম' নামক অপূর্ব্ব বস্তুটী কিছুতেই আমাদের মাথায় প্রবেশ করিতে চাহে না। কেবলই মনে হয়— মানুষের হৃদয় তার যশের মতই ক্রমে বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে নিঃশেষ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় না ত? তাই হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি করিতে আমরা ভয় পাই।

মানুষ সসীম। তা'র দেহ, মন, চিন্তাধারা, কাজকর্ম্ম সকলই সসীম। তা'র হৃদয়টীও যে সীমাবিশিষ্ট এ তারই একটী প্রমাণ। যেমন সূর্য্যের অপরাপর গ্রহগণের গোলত্ব পৃথিবীর গোলত্বের একটী প্রমাণ।

এখন অর্দ্ধপয়সার সাহায্যে অসংখ্য ভিক্ষুক বিদায় করার চেয়ে একজন দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করা যে মহত্তর এবং সুবুদ্ধির পরিচায়ক এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় হৃদয়ের বেলায়ও এ কথাটী খাটে। এই হৃদয়টিকে অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে বিভক্ত না করিয়া সম্পূর্ণভাবে একজনকে দান করাই আমরা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।

তাই হে আমাদের বিশ্বপ্রেমিক বন্ধুগণ। আমরা তোমাদের সমতালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিলাম না। আমাদের সীমাবিশিষ্ট হৃদয় যদি বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ আমাদের জন্মভূমিকে ভালবাসিতে পারে তবেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিব। তোমরা হয়ত হাসিবে, আমাদের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে আশ্চর্য্যবোধ করিবে কিন্তু কেন এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের গর্ব্ব, আর ইহাই আমাদের আনন্দ।

তোমরা চিরদিন বৃহতের পূজা করিয়া আসিয়াছ। ক্ষুদ্র তোমাদের নিকট তুচ্ছ, অবজ্ঞেয়। তোমরা রাজামহারাজাদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছ আর দরিদ্রের সামান্য জীবনের সুখ দুঃখ তোমাদের বিশাল মনের অতি ক্ষুদ্রতম এক কোণেও স্থান পায় নাই। এই সামান্যদের যিনি সর্ব্বপ্রথম কাব্যে স্থান দান করিয়াছেন, মূক অসহায়দের ব্যথার সঙ্গীত সর্ব্বপ্রথম যাঁহার বীনার সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে আমরা আজ সেই কবিকে নমস্কার করিতেছি। জগতে যত কিছু ক্ষুদ্র, যত কিছু তুচ্ছ আমাদের প্রণাম আজ তা'দের ক্ষুদ্রতার অভিমুখেই ধাবিত হো'ক্।

বিশ্বের প্রাণের অর্ঘ্য ভূষা বহুদিন লাভ করিয়াছে। আজ তার ডাক এসেছে স্থান ছেড়ে' দিতে। ক্ষুদ্র তা'র আপনার অধিকার পূর্ণ করে পেতে চায়। মানবের প্রাণে বৃহতের আসন টলিয়াছে, ক্ষুদ্রের সৌন্দর্য্য ও আনন্দরাশি আজ তার চোখে পূর্ণজ্যোতিতে প্রকাশিত। তাই সে তার আজকের বরমাল্য ক্ষুদ্রের গলায় পরিয়ে দিতে চায়।

যাহা আমরা পূর্ণভাবে না পাই তাহা আমরা সত্যি পাই না। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা সীমাবিশিষ্ট তাহাকেই আমরা পূর্ণভাবে পাইতে পারি, বৃহৎ ও অসীমকে নহে। ক্ষুদ্র সসীম মানবের বৃহৎ অসীমকে

পাওয়া শিয়ালের কাঁটাল নেওয়ারই রূপান্তর মাত্র। তাইত যার ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে আমাতেই অর্পিত তাকে অমন করে' ভালো না বেসে পারিনে। পূর্ণপ্রাপ্তির আনন্দ অসীম ও অপূর্ব্ব।

যখন মনে করি,—আমার প্রিয়তমা যদি বিশ্বের সকলকে আমারই মত করে ভালবাসে?—তখনই আমার মনে ক্ষুদ্রতা ও সীমার প্রতি অসীমভক্তি জেগে ওঠে। মনে মনে বলি—হে ক্ষুদ্রতা, হে সীমা, তুমি জন্ম জন্ম আমাদের মনপ্রাণ অধিকার করিয়া থাকিও। তুমি না থাকিলে যে এ পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তেই ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে।

প্রবাদ আছে প্রেম জলের ন্যায় নিম্নগামী। আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। একটী বিশাল কায়া দানবীকে যে ক্ষুদ্রাবয়বা মানবীর মত ভালবাসিতে পারি না তা'র এই-ই, কারণ। মানুষ যে ভগবানের ছোট একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা করে তাহাও ঐ কারণেই। তাই ক্ষুদ্রতা প্রেমের আশ্রয় স্থল। ক্ষুদ্রতা যদি না থাকিত তবে জগতে প্রেম থাকিত না। আর তখন এ পোড়া পৃথিবীর যে কি দশা হইত তা' সহৃদয় পাঠককে কল্পনা করিতে অনুরোধ করি।

পরিশেষে আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অবলম্বন ক্ষুদ্রতাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া বিদায় লইতেছি। আশা করি ক্ষুদ্র আর অনাদৃত হইবে না। মানুষ ক্ষুদ্রের দান হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমারই মত তাহাকে সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

শ্রীভবাণী শঙ্কর চৌধুরী।

———